বিআরটিসি সমাচার

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

Bangladesh Road Transport Corporation

১৪তম সংখ্যা

এপ্রিল - জুন ২০২৪ (ত্রৈমাসিক)

প্রকাশকাল : ৪ জুলাই, ২০২৪

প্রবাসী ও রেমিটেন্স যোদ্ধাদের জন্য

বিমানবন্দর শাটল সার্ভিস

সূচিপত্র

- উল্লেখযোগ্য অপারেশনাল কার্যক্রম ০৫
  - ▶ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সার্ভিস ০৫
  - ▶ পর্যটক বাস সার্ভিস ০৬
  - ▶ মেট্রোরেল শাটল বাস সার্ভিস ০৬
  - ▶ বাণিজ্যমেলা বাস সার্ভিস ০৭
  - ▶ বিমানবন্দর শাটল বাস সার্ভিস ০৭
  - ▶ বিদ্যানিকেতন স্কুল বাস সার্ভিস ০৭
  - ▶ ঈদ স্পেশাল বাস সার্ভিস ০৮
- ইনোভেশন শোকেসিং প্রদর্শনী ০৮
- কক্সবাজার বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০৮
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দোহার ও পটুয়াখালি'তে বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০৮
- বিআরটিসি স্পোর্টস ক্লাবের পুনর্জন্ম ০৯
- বিআরটিসি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ ০৯
- দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় বিআরটিসি ০৯
- দিবস উদযাপন ১০
- শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২৪ ১০
- নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ১১
- বাস ও ট্রাক সংক্রান্ত তথ্য ১১
- আর্থিক সক্ষমতার তুলনামূলক বিবরণী ১১
- সিপিএফ ও গ্র্যাচুইটির আর্থিক বিবরণী ১২
- ২০২১ সালের পূর্বের বকেয়া পরিশোধের বিবরণী ১৩
- অডিট কার্যক্রমের বিবরণ ১৪
- মেরামত খাতে ২৬ কোটি টাকা অর্থ সাশ্রয় ১৫
- প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্যাদি ১৬
- আলোকচিত্রে বিআরটিসি ১৭
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিআরটিসি ১৯
- প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি ২০
- সহযোদ্ধাদের অনুভূতি ২২

প্রচার ও প্রকাশনায়:

মোস্তাকিম ভূঞা, জনসংযোগ কর্মকর্তা

যোগাযোগ:

ফোন নম্বর : ০২-৪১০৫১৩৩৭, ০২-৪১০৫১৩৪৮

মোবাইল : ০১৯২৭-৪৮১১৮৫

ই-মেইল: pro@brtc.gov.bd

ওয়েব সাইট: www.brtc.gov.bd

ফেইসবুক: https://www.facebook.com/BRTC11

বিআরটিসি ভবন

২১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা- ১০০০

ডিজাইন ও মুদ্রণ:

ড্রিমটেক্স কর্পোরেশন, ২০১ ফকিরাপুল, ঢাকা। ফোন ০১৬৭৪-১৩৬৬৭৪

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১),
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।

বাণী

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের একমাত্র পরিবহন সংস্থা বিআরটিসি স্বাধীন পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বর্তমানে সংস্থাটি পরিবহন ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসেবে পরিচিত হতে যাচ্ছে। "আয়-বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মান উন্নয়ন" এই ব্রত নিয়ে সংস্থাটিকে প্রথমবারের মত লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে।

বর্তমানে বিআরটিসি'তে আর্থিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যার সুফল বিআরটিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, সাধারণ যাত্রী এবং অংশীজনরা পাচ্ছে। ২০২১ সালে যে প্রতিষ্ঠানে শুধু বকেয়া দায়-দেনার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০১ কোটি টাকা, সেই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নিজস্ব আয় থেকে প্রত্যেক মাসের প্রথম কর্মদিবসে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করছে। পূর্বের দায় প্রায় ৯৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেও বর্তমানে সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়নের টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। ২০২১ সালের পূর্বে নতুন গাড়ী আসা সত্ত্বেও বেতন বাবদ ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মাসে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি, বর্তমানে পুরাতন গাড়ী দিয়ে মাসে ১২ কোটি টাকা বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে।

যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি গাড়ির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, দৃষ্টি নন্দন ও ত্রুটিমুক্ত গাড়ী বহরে সংযোজিত হওয়ায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পূর্বের রাজস্ব আয় হতে প্রায় ৬৫% বেশি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। অপারেশন কার্যক্রমে নতুন নতুন সেবার সংযোজন বিআরটিসি'কে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। স্মার্ট স্কুলবাস সার্ভিস, মহিলা বাস সার্ভিস, পর্যটন বাস সার্ভিস, বাণিজ্য মেলার শাটল বাস সার্ভিস, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস সার্ভিস, মিরসরাই শাটল বাস সার্ভিস এবং মেট্রোরেল কানেক্টিভিটি সার্ভিস সেবার মাধ্যমে বিআরটিসি আজ সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

পূর্বে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োগ কার্যক্রম কার্যত স্থবির অবস্থায় ছিল। অপারেটর (চালক), কম্পিউটার অপারেটর ও হিসাব সহকারী পদে নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য পদে নিয়োগ হয়নি। ২০২১ সালের পর স্বচ্ছ নিয়োগের মাধ্যমে বুয়েট, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মেধাবী চাকরি প্রত্যাশীগণ বিআরটিসি-তে যোগদান করায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও চাকরি স্থায়ীকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। এছাড়া পে-ফিক্সেশনের মাধ্যমে বকেয়া বেতন, টাইমস্কেল, উচ্চতর স্কেল নির্ধারণপূর্বক সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকুরী বহি হালনগাদ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সক্ষমতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিবেচনায় জনবল কাঠামো পুনঃনির্ধারণপূর্বক কার্যকর ও যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম ও টিওই প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র কারিগরি বিভাগ কর্তৃক যানবাহন মেরামত কার্যক্রমে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পূর্বে অন-রুট বাসের সংখ্যা ছিল ৮৮৫টি এবং বর্তমানে অন-রুট বাসের সংখ্যা ১১৯৮টি। গত ৩ বছরে প্রায় ৪০০টি বাসকে মেরামতপূর্বক সচল করে বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত করে অন-রুট করা হয়েছে।

অন-রুট বাস সংখ্যা ৫০ শতাংশ হতে বর্তমানে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হওয়ায় প্রতি মাসে বিআরটিসি'র রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া গাজীপুরস্থ বিআরটিসি সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা ২০২১ সালে পুনরায় চালু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে এবং অটোমোবাইল প্রকৌশল জ্ঞান সম্পন্ন মেধাবী কর্মকর্তা এবং দক্ষ কারিগর নিয়োগের ফলে এটি আধুনিক কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রধান কার্যালয় ও ডিপোসমূহে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে বিআরটিসি সম্পর্কে জনগণের মাঝে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিট এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রের ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা নতুনভাবে সংস্কার করে দৃষ্টিনন্দন করা হয়। সকল ডিপো/ইউনিটে নতুনভাবে ইয়ার্ড, র‍্যাম্প, প্রধান ফটক এবং স্থাপনা নির্মাণ করে ইউনিটগুলোর অবকাঠামোগত ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূলত স্থবির অবস্থায় ছিল। বর্তমানে প্রতিটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/সেন্টারে ইয়ার্ড নির্মাণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন এবং মান সম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেনিংকার ও মটর সাইকেল সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী হওয়ায় বিআরটিএ এর কম্পিটেন্সি ড্রাইভিং টেস্ট বর্তমানে নিজস্ব ট্রেনিং কারের মাধ্যমে বিআরটিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিআরটিসি পরিবহন জগতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সকল ডিপো/ইউনিটের প্রতিদিনের অপারেশনাল ও মেইনটেনেন্স কার্যক্রম অনলাইনে প্রধান কার্যালয় হতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রতিটি বাস ও ট্রাকে ভ্যাহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যানবাহনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ওয়াইফাই সুবিধা, ই-টিকেটিং, ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট ও 'আমাদের বিআরটিসি' অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবহন সেবাকে আরো আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। ড্রাইভিং ও কারিগরি প্রশিক্ষণে ভর্তি ব্যবস্থা সহজীকরণের লক্ষ্যে ভর্তি কার্যক্রম এখন অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে।

বিআরটিসি আর পরিবহন সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া হতে ৩৪০টি অত্যাধুনিক এসি বাস ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং অচিরেই উক্ত বাসসমূহ বিআরটিসির বহরে যুক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া ৫০০টি ইলেকট্রিক বাস, ২০০টি ডিজেল চালিত বাস ও ৪০০টি ট্রাক এবং র‍্যাকার সংগ্রহের প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিআরটিসি এপিএ-তে প্রথম এবং এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৯.৭২ নম্বর পেয়ে ২য় স্থান অর্জন করে। সেইসাথে ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা প্রধানদের মধ্যে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সার্বিকভাবে কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে বিআরটিসি আজ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বিভিন্ন মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। বিআরটিসি-কে রাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী গণপরিবহন ব্যবস্থায় রূপান্তরের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বিআরটিসি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে বিআরটিসি পরিবার এবং প্রকাশনা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ তাজুল ইসলাম

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

বিআরটিসি সচল বাস বহর দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সুলভ মূল্যে নিরাপদ যাত্রীসেবা প্রদান করছে। যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে বহরে থাকা বাসগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, মানসম্মত ফ্যান ও সিট নিশ্চিত করার পাশাপাশি গাড়ি চলাচলের সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে বান্দরবান ব্যতীত ৬৩টি জেলায় বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু আছে।

সিটি বাস সার্ভিস

দেশের বৃহৎ শহরের যাত্রী সাধারণের চলাচলের সুবির্ধার্থে বিআরটিসি সচল বাস দিয়ে সিটি সার্ভিস পরিচালনা করছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের সকল গুরত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিআরটিসি বাস দেখা যায়। বর্তমানে ঢাকা শহরের ৪৫টি রুটে বিআরটিসি সিটি বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রুট বাস সার্ভিস

দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিআরটিসি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও যাত্রীসেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ৫টি আন্তর্জাতিক রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করছে। এছাড়া নতুন তিনটি আন্তর্জাতিক রুটে যথাক্রমে ঢাকা-শিলিগুড়ি, চট্টগ্রাম- ঢাকা- কলকাতা, কক্সবাজার-চট্টগ্রাম - আগরতলা অতি শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে।

ছবি ঃ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করছেন চেয়ারম্যান বিআরটিসি।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস সার্ভিস

রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত অন্যতম মেগাপ্রকল্প হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। এক্সপ্রেসওয়ে চালু হওয়ার পর শুধু কিছু ব্যক্তিগত যানবাহন ও মালবাহী ট্রাক চলাচল করতো। ফলে সাধারণ যাত্রীরা এক্সপ্রেসওয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকারের এই মেগা প্রকল্পটির সুফল সাধারণ যাত্রীদের নিকট পৌছে দিতে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সালে বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু করে।

ছবি ঃ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বিআরটিসি বাস চালু করা হয়েছে।

ছবি ঃ কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশনের সামনে বিআরটিসি পর্যটক বাস।

পর্যটক বাস সার্ভিস

পর্যটকদের জন্য নিরাপদ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করতে বিআরটিসি'র নিজস্ব কারিগরি সক্ষমতায় ছাদখোলা 'পর্যটক বাস সার্ভিস' চালু করার পর চট্টগ্রামে তা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভে সার্ভিসটি চালু করা হয়-যা আগত পর্যটকদের ভ্রমণকে আরো বেশি আনন্দময় ও নিরাপদ করে তুলেছে।

মেট্রোরেল শাটল সার্ভিস

মেট্রোরেলের যাত্রীদের যাতে স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে বিআরটিসি শাটল বাস সার্ভিস চালু করেছে। সার্ভিসটি চালুর আগে স্টেশনে পৌছাতে যাত্রীদের রিকশা, অটোরিকশা ও ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার করতে হত। বিআরটিসি'র এই সার্ভিস সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি অনেকাংশে কমেছে।

ছবি ঃ মেট্রোরেল শাটল বাস।

ছবি ঃ স্টাফ বাস।

স্টাফ বাস সার্ভিস

সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য অন্যতম আস্থার জায়গা বিআরটিসি স্টাফ বাস সার্ভিস। বর্তমানে সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ২২৮ টি বাস স্টাফ বাস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

ছবি ঃ বাণিজ্যমেলায় শাটল বাস সার্ভিসের উদ্বোধন।

বাণিজ্যমেলা বাস সার্ভিস

রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা বিআরটিসি ২০২২ সাল থেকে বাণিজ্য মেলায় আগত দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস সার্ভিস চালু করে। বিআরটিসি'র এই সার্ভিসের মাধ্যমে নারী, শিশুসহ সকল বয়সের দর্শনার্থীরা সকাল ৮ টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারছে।

বিমানবন্দর শাটল সার্ভিস

রেমিটেন্স যোদ্ধা, দেশি, বিদেশি পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাতায়াত ও লাগেজ সামগ্রী পরিবহনের সুবিধার্থে বেবিচক এর অনুরোধ ও সার্বিক সহযোগিতায় ২৬ জুন, ২০২৪ বিমানবন্দর শাটল বাস সার্ভিস চালু করেছে বিআরটিসি। রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার এই পরিষেবার মাধ্যমে যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছেন।

ছবি ঃ বিমানবন্দর শাটল বাস।

ছবি ঃ নারী বাস।

নারী বাস সার্ভিস

কর্মজীবীসহ অন্যান্য নারীদের নিরাপদে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন রুটে নারী বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে নারী বাস সার্ভিস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ২০২১ সালে পুনরায় নারী বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

বনানী বিদ্যানিকেতন স্মার্ট স্কুলবাস

চট্টগ্রামে চালু করা স্মার্ট স্কুলবাসের ন্যায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজেও স্মার্ট স্কুলবাস সার্ভিস চালু করেছে বিআরটিসি। ৩ জুলাই ২০২৪ উল্লেখিত স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য সার্ভিসটি উদ্বোধন করা হয়েছে।

ছবি ঃ বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুলবাস।

ছবি ঃ ঈদ স্পেশাল বাস।

ঈদ স্পেশাল সার্ভিস

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা'য় ঘরমুখো মানুষের দুর্ভোগ কমাতে বিআরটিসি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও চালু করেছে ঈদ স্পেশাল সার্ভিস। বিআরটিসি'র এই সার্ভিসের মাধ্যমে গার্মেন্টস কর্মীসহ ঘরমুখো মানুষের যাত্রা সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক হয়েছে। এবারের ঈদ স্পেশাল সার্ভিসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬২৫ গাড়ী পরিচালনা করে পরিবহন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন শোকেসিং প্রদর্শনীতে জয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ২১ মে ২০২৪ তারিখে আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং প্রদর্শনীতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের বিআরটিসি ১ম রানার আপ স্থান অর্জন করেছে।

ছবি ঃ ইনোভেশন শোকেসিং প্রদর্শনীতে ১ম রানার আপ পুরস্কার নিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

ছবি ঃ কক্সবাজার বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

বিআরটিসি কক্সবাজার বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

পর্যটন নগরী কক্সবাজারে আগত পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের পরিবহন সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ 'বিআরটিসি কক্সবাজার বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে'র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিআরটিসি'র নিজস্ব কারখানায় তৈরী ২টি ছাদখোলা পর্যটক বাস এবং ৩টি দ্বিতল বাসসহ মোট ৫টি বাস নিয়ে পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীসেবা কার্যক্রম শুরু করেছে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় এই পরিবহন সংস্থা বিআরটিসি। একইসাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দোহার ও পটুয়াখালি'তে বিআরটিসি বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি'র) অপারেশনাল কার্যক্রমের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকার দোহার এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্যটন স্থান সাগরকন্যা পটুয়াখালি তে বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে উল্লেখিত স্থানগুলোতে বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন নেওয়া হয়ে গেছে এবং ডিপো নির্মাণের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রমগুলো প্রক্রিয়াধীন। উল্লেখিত ডিপোগুলোর বাইরে শরীয়তপুর, ফরিদপুরসহ পর্যায়ক্রমে যে সকল জেলায় বিআরটিসি'র কার্যক্রম নেই, সে সকল জেলাতে বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম। সম্প্রতি বিআরটিসি'র ঢাকা ট্রাক কর্তৃক আয়োজিত এক প্রোগ্রামে এমন ঘোষণা দেন তিনি।

ছবি ঃ নিজস্ব কারিগরি সক্ষমতায় তৈরী বিমানবন্দর শাটল বাস সার্ভিসের ভেতরের চিত্র।

বিআরটিসি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ

দেশের পরিবহন খাতে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা বিআরটিসিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা যাত্রীসেবার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব কারিগরি সক্ষমতায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশেষ বাস তৈরি করে নিজেদের বহরে যুক্ত করছে। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আর্টিকুলেটেড বাসে রাবার বেলোজ স্থাপন, ছাদখোলা পর্যটক বাস নির্মাণ ও বিমানবন্দর শাটল বাস প্রস্তুত করা হয়েছে। বিমানবন্দর শাটল বাস সার্ভিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিআরটিসি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানি না করে প্রতিষ্ঠানটি বহরের জন্য নিজেরাই গাড়ি প্রস্তুত করবে, বিআরটিসি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বিআরটিসি স্পোর্টস ক্লাবের পুনর্জন্ম

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিআরটিসি স্পোর্টস ক্লাব একটি ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৬ সালে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত দিনগুলোতে বিআরটিসি ফুটবল ক্লাব ক্রীড়া অঙ্গনে অত্যন্ত সরব ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও সঠিক দিক-নির্দেশনা, সক্ষমতা ও সর্বোপরি স্বদিচ্ছার অভাবে ঢাকা মহানগরী ফুটবল লীগে পর পর ২ বার অংশগ্রহণ না করায় সয়ংক্রিয়ভাবে ১ম বিভাগ হতে ৩য় বিভাগে অবনমিত হয়। সর্বশেষ ২০১৫ সালে বিআরটিসি ফুটবল টিম ৩য় বিভাগে অংশগ্রহণ করে। তবে টিম রলেগিশেন হয়ে পাইওনিয়রে নেমে যায়। পরর্বতীতে বিআরটিসি র্কতৃক টিম গঠনের আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

ছবি ঃ স্পোর্টস ক্লাবের সদস্যদের সাথে করমর্দন করছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

বিআরটিসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় স্পোর্টস ক্লাবের হৃত ঐতিহ্য ও সুনাম ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শক্তিশালি ফুটবল টিম গঠন করতে যাচ্ছে। ঢাকা মহানগরী ১ম (প্রথম) বিভাগ ফুটবল লীগ ও আসন্ন বাংলাদেশ চ্যাম্পয়িনশীপ লীগ ২০২৪-২৫ এ দলভুক্ত করার জন্য বাফুফে র্কতৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেছে বিআরটিসি।

ছবি ঃ সাংস্কৃতিক আয়োজনে সংগীত পরিবেশন করছেন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা।

দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় বিআরটিসি

২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসিতে দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ ছিল না। বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম যোগদান করার পর বিআরটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী-দের সংস্কৃতি চর্চায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি প্রোগ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি চর্চাকে স্থায়ী করার জন্য সাংস্কৃতিক দল গঠন করার পাশাপাশি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দিবস উদযাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১

পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন পান্তা, ইলিশ খাওয়াসহ পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাংলা নতুন বছর ১৪৩১ কে বরণ করে নেয়।

মে দিবস ২০২৪

শ্রমিক, কর্মচারীদের অধিকার সুরক্ষা ও মর্যাদার দাবিতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মে দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি ডিপো ও সকল ইউনিটে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ঈদ পুনর্মিলনী ও কোরবানী

বিআরটিসি'র ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনায় প্রতিটি ডিপো ও সকল ইউনিটে ঈদ-উল-আযহা'য় খাসি কোরবানী এবং ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। যা সকল ডিপো ও ইউনিটে ঈদ স্পেশাল সার্ভিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ডিপোতে কর্মরত সহযোদ্ধাদের ঈদ উদযাপন কে আরও আনন্দময় করেছে। তাছাড়া, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা'য় প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি ডিপো ও সকল ইউনিটে ঈদ পুনর্মিলনী আয়োজনের মাধ্যমে ঈদ পরবর্তী কুশলাদি বিনিময় করা হয়েছে।

ছবি ঃ ঈদ-উত্তর মতবিনিময় সভা।

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৪

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণিত "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুসরণপূর্বক বিআরটিসিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৪টি ক্যাটাগরীতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামের তালিকা

১. প্রধান কার্যালয়ের ২য়-৯ম গ্রেড পর্যন্ত:

ক) ড. অনুপম সাহা, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বিআরটিসি।

খ) সঞ্জয় কুমার বালা, ম্যানেজার (অপারেশন), বিআরটিসি।

২. বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান:

মোঃ শাহীনুল ইসলাম, বিআরটিসি বগুড়া বাস ডিপো।

৩. প্রধান কার্যালয়ের ১০তম-১৬তম গ্রেড পর্যন্ত:

মোঃ সাইফুল ইসলাম, কারিগর গ্রেড-এ (সাধারণ), বিআরটিসি।

৪. প্রধান কার্যালয়ের ১৭তম-২০তম গ্রেড পর্যন্ত:

আয়শা খাতুন, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বিআরটিসি।

এপ্রিল-জুন (২০২৪) পর্যন্ত নিয়োগ, পদোন্নতি ও স্থায়ীকরণের তথ্য

বিবরণ	মোট সংখ্যা	মন্তব্য
বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিয়োগ	২১১ জন	বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় যোগদানের পর হতে ৬৫টি ক্যাটাগরীতে মোট ১১৭৬ জন নিয়োগ দেয়া হয়, ২৩টি ক্যাটাগারীতে ৬৪৫ জন পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ১২৬৯ জনকে স্থায়ীকরণ করা হয়।
পদোন্নতি	০৩ জন	
স্থায়ীকরণ	১০৯ জন	

বাস ও ট্রাক সংক্রান্ত তথ্য

বাসের তথ্য

মাসের নাম	মোট বাসের সংখ্যা	সচল গাড়ীর সংখ্যা		ভারী মেরামতাধীন বাসের সংখ্যা	বিইআর প্রস্তাবিত বাসের সংখ্যা
		নিজস্ব	দীর্ঘমেয়াদী লীজ		
এপ্রিল/২৪	১৩৫০	১২২৫	৩৪	৫৩	৩৮
মে/২৪	১৩৫০	১২৩২	১৫	৬৫	৩৮
জুন/২৪	১৩৫০	১২৪৪	১৫	৫৩	৩৮

ট্রাকের তথ্য

মাসের নাম	মোট ট্রাকের সংখ্যা	সচল ট্রাকের সংখ্যা	অযোগ্য ঘোষণার জন্য বিইআর (প্রস্তাবিত ট্রাকের সংখ্যা)	অযোগ্য ঘোষণার জন্য বিইআর (অনুমোদিত ট্রাকের সংখ্যা)	ভারী মেরামতাধীন ট্রাকের সংখ্যা
এপ্রিল/২৪	৫৭৯	৫০৩	২১	৫৪	০১
মে/২৪	৫৫৩	৫০৪	২১	২৮	০০
জুন/২৪	৫৩৯	৫০১	২১	১৪	০৩

আর্থিক সক্ষমতার বিবরণী

বিবরণ	২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০	২০২০-২১ হতে ২০২৩-২৪
মোট আয় (লক্ষ টাকায়)	১০৯০৯৬.৯	২০৪৭৭৭.৮
মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১১১০৬১.৪	১৯৩৮৩৬.৪
অপারেটিং লাভ/ক্ষতি (লক্ষ টাকায়)	-১৯৬৪.৪৫	১০৯৪১.৩১

এপ্রিল/২৪ - জুন/২৪ পর্যন্ত এস্টেট হতে প্রাপ্ত আয়

ক্রম	বিবরণ	এপ্রিল/২৪ (লক্ষ টাকা)	মে/২০২৪ (লক্ষ টাকা)	জুন/২০২৪ (লক্ষ টাকা)
১	স্থাপনা ভাড়া	৯৮.৬৭	১০৭.৪৫	৮৪.৬১

২০১৭-২৪ পর্যন্ত পরিশোধিত সিপিএফ বিবরণী

বিবরণ	২০১৭-২০২০	২০২১-২০২৪	মন্তব্য
সম্পূর্ণ পরিশোধিত (সংখ্যা)	২২৮ জন	৩৪২ জন	
আংশিক (সংখ্যা)	৪৯১ জন	৪১৮ জন	
পরিশোধিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	১২৯৩৬০৮৯৩.৯৩	২৮৮২৩৮৭৪৮.১২	

০৭/০২/২০২১ এর পূর্বে সিপিএফ বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ছিল ১২৪২৭৩২১৯.০৩ (বারো কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ তিহাত্তর হাজার দুইশত উনিশ টাকা তিন পয়সা)। বর্তমানে ১০/০৭/২০২৪ পর্যন্ত সিপিএফ অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ৫২৮৭৩৭৭২.৬৯ (পাঁচ কোটি আটাশ লক্ষ তিহাত্তর হাজার সাতশত বাহাত্তর টাকা উনসত্তর পয়সা) মাত্র।

২০১৭-২৪ পর্যন্ত পরিশোধিত গ্র্যাচুইটি বিবরণী

বিবরণ	২০১৭-২০২০	২০২১-২০২৪	মন্তব্য
সম্পূর্ণ পরিশোধিত (সংখ্যা)	২১ জন	৩৫১ জন	নিজস্ব অর্থায়নে পরিশোধ
আংশিক (সংখ্যা)	৪৫৭ জন	৭৭৭ জন	
পরিশোধিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	৪০৪০৪৬১৫.৩৮	৩৭২৭৬৭৯২৫.৭০	

০৭/০২/২০২১ তারিখের পর্বে গ্র্যাচুইটি খাতে বকেয়ার পরিমাণ ছিল ২০৩২৯৮৪৮৭.৩৫ (বিশ কোটি বত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত সাতাশি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা এবং বর্তমানে ১০/০৭/২০২৪ পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি খাতে বকেয়ার পরিমাণ ২০৭৩৪৪০৮৫.৭৯ (বিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচাশি টাকা উনআশি পয়সা) টাকা।

২০১৭-২৪ পর্যন্ত পরিশোধিত ছুটি নগদায়ন বিবরণী

বিবরণ	২০১৭-২০২০	২০২১-২০২৪	মন্তব্য
সম্পূর্ণ পরিশোধিত (সংখ্যা)	২৫ জন	৮৭ জন	নিজস্ব অর্থায়নে পরিশোধ
আংশিক (সংখ্যা)	০	৬৮ জন	
পরিশোধিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	৫৯২৫৩২০.০০	২৭৩১১২৮৭.৮৮	

০৭/০২/২০২১ তারিখের পর্বে ছুটি নগদায়ন খাতে বকেয়ার পরিমাণ ছিল ১২১১২৮৫৭.৭৯ (এক কোটি একুশ লক্ষ বারো হাজার আটশত সাতান্ন টাকা উনআশি পয়সা) টাকা এবং বর্তমানে ১০/০৭/২০২৪ পর্যন্ত ছুটি নগদায়ন খাতে বকেয়ার পরিমাণ ৭৩৯৭৪৩৬.৯৪ (তিয়াত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ছত্রিশ টাকা চুরানব্বই পয়সা) টাকা।

২০২১ সালের পূর্বের বকেয়া পরিশোধের বিবরণী

ক্রম	বিবরণ	জনবলের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	২০২১ সালের পর পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	বকেয়া টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	মন্তব্য
১	বকেয়া গ্র্যাচুইটি পরিমাণ	৩৫৩ জন	৩৫.৭৭	৩৫.৭৭	নাই	নিজস্ব অর্থায়নে পরিশোধ
২	বকেয়া ছুটি নগদায়ন পরিমাণ	১৩১ জন	৩.৪৩	৩.৪৩	নাই	
৩	বকেয়া সিপিএফ পরিমাণ	১৮৫ জন	১৩.৭৩	১৩.৭৩	নাই	
৪	বকেয়া বেতন-ভাতা পরিমাণ	-	৩৩.১০	২৫.৭৩	৭.৩৭	
৫	বৈশাখী ভাতা ও ঈদ বোনাস বাবদ	৩৩৮৩ জন	১৩.০০	১৩.০০	নাই	
৬	ভূমি উন্নয়ন কর	-	১.৬৫	১.৬৫	নাই	
৭	বকেয়া বিজ্ঞাপন বিল বাবদ		.০৫	.০৫		
৮	ষ্টেশনারী সামগ্রী, গ্যাস বিল সহ বিবিধ বকেয়া বাবদ		.৬০	.৬০		
		সর্বমোট =	১০১.৩৩	৯৩.৯৬	৭.৩৭	

২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসি একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিলো, বেতন/ভাতা বকেয়া থাকতো। বর্তমানে কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় থেকে পূর্বের ৯৩ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রম বিবরণী

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থের পরিমাণ
০১	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ	২৬,১৬,১৫,৭৩৬.০০
০২	মেরামত কারখানার যন্ত্রাংশ বাবদ	১,০০,০০,০০০.০০
০৩	চালক কারিগরদের পোশাক বাবদ	৯১,০০,০০০.০০
০৪	বিআরটিসি পাবলিক স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ	৪২,০০,০০০.০০
০৫	ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ	২৩,২৬,০০০.০০
০৬	মসজিদের উন্নয়ন বাবদ	১০,০০,০০০.০০
	মোট	২৮,৮২,৪১,৭৩৬.০০

২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসি একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিলো। বেতন/ভাতা বকেয়া থাকতো, ফলে নিজস্ব আয় থেকে উন্নয়ন কাজ করা হয় নাই। বর্তমানে কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় থেকে পূর্বের বকেয়া পরিশোধ করেও প্রায় ২৯ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

২০২১ সালের পূর্বে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট এক রকম বন্ধই ছিলো বলা চলে। সেইসাথে বেতন বেড়ে যাওয়ার আশংকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, পে ফিক্সেশন ও জনবল নিয়োগ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্পোরেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের দায়িত্বকালে বিভিন্ন পদে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেধা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, আর্থিক স্বচ্ছতা ও সুশাসনের মাধ্যমে নিয়মিত ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি ও পে ফিক্সেশন করা হচ্ছে। ফলে মাত্র ২ বছরের ব্যবধানে ৬ কোটি টাকার বেতন জ্যামিতিক হারে বেড়ে ১২ কোটিতে দাঁড়ালেও কর্পোরেশন অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে অর্থ না নিয়ে নিজস্ব আয় থেকে প্রতি মাসের ১ তারিখে নিয়মিত বেতন/ভাতা ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করে যাচ্ছে। অথচ ২০২১ সালের আগে বিআরটিসি'র বহরে নতুন গাড়ি থাকা সত্ত্বেও ৬ কোটি টাকা বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হতো না, ডিপো ভেদে ৪ থেকে ১৭ মাসের বেতন ছিলো। সব মিলিয়ে বকেয়া পাওনাদির পরিমাণ ছিলো ১০০ কোটি টাকার বেশি। বিগত ৩ বছরে কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় ৯৩ কোটি টাকার বেশি বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিট কার্যক্রমের বিবরণ

২০২১ সালের পূর্বে কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করা হতো না। ফলে আর্থিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ বেড়ে যায়। ২০২১ সালের পর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম জোরদার করা হয়। সে আলোকে বর্তমানে প্রতি মাসেই অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং উত্থাপিত আপত্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোকে পত্র প্রদান করা হচ্ছে এবং আপত্তি নিষ্পত্তি হচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিআরটিসি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় যোগদানের পর প্রতি অর্থবছর নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে যা বিআরটিসি'তে পূর্বে কখনো হয়নি। পূর্বে ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১২৭৩ টি। যার বিবরণ নিম্নরূপ

আপত্তির ধরণ	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
সাধারন (Non SFI)	১৮৭	২৩৪.৪০ কোটি টাকা
অগ্রিম (SFI)	৯৯৫	৫৪৪.১৬ কোটি টাকা
রিপোর্টভুক্ত	৯১	১৩.৭১ কোটি টাকা
মোট	**১২৭৩টি**	**৭৯২.২৭ কোটি টাকা**

০৭/০২/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ সময়ে ১৯৮৫ থেকে ২০২০ অর্থবছরের মোট ৯৫ টি এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের একটি রিপোর্টভুক্ত আপত্তিসহ মোট ১১৪ টি আপত্তি নিষ্পত্তি যেখানে জড়িত অর্থের পরিমাণ ২৬১.৩১ কোটি টাকা (দুইশত একষট্টি কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা)।

*** এছাড়াও ৪৬৫টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে নিষ্পত্তি হচ্ছে।**

চেয়ারম্যান মহোদয়ের দায়িত্বকালীন সময়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির চিত্র

আপত্তির ধরণ	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ
সাধারন (Non SFI)	১৫টি	৩৯.০১ কোটি টাকা
অগ্রিম (SFI)	৯৮ টি	৪৪.৪৩ কোটি টাকা
রিপোর্টভুক্ত (পিএ কমিটি)	০১ টি	১৭৭.৮৭ কোটি টাকা
মোট নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	**১১৪ টি**	**২৬১.৩১ কোটি টাকা**

জুন/২০২৪ পর্যন্ত অডিট আপত্তির হালনাগাদ চিত্র

আপত্তির ধরণ	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
সাধারণ (Non SFI)	১৯৭ টি	২৮৯.৪৭ কোটি টাকা
অগ্রিম (SFI)	৯০৯ টি	৬৯৯.৯৭ কোটি টাকা
রিপোর্টভুক্ত	৯১ টি	১৩.৫১ কোটি টাকা
মোট	**১,১৯৭ টি**	**১০০২.৯৬ কোটি টাকা**

বর্তমানে অডিট বিভাগের দাপ্তরিক কাজেও গতিশীলতা এসেছে। ফলে গত সাড়ে তিন বছরে পূর্বের অনিষ্পন্ন উচ্চতর গ্রেড, টাইমস্কেল এবং বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত ১২৫৮ টি ব্যক্তিগত নথির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও চূড়ান্ত পাওনা সম্পর্কিত ৫০৫ টি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথিতে অডিট বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

মেরামত খাতে ২৬ কোটি টাকা অর্থ সাশ্রয়

ইতঃপূর্বে যানবাহনের হালকা/রানিং মেরামত খাতে (যন্ত্রাংশ, ব্যাটারী ও অন্যান্য এবং টায়ার ক্রয়) অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্যে ডিপো/ইউনিটসমূহের অনুকূলে অর্জিত কিলোমিটার এর ভিত্তিতে ছাড়পত্র প্রদান করা হতো। বর্তমানে হালকা/রানিং মেরামত খাতে কিলোমিটার এর পরিবর্তে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থাৎ Need Based পদ্ধতিতে গাড়ি প্রতি ছাড়পত্র প্রদান করার কারণে এ খাতে অর্থ ব্যয়ে অপচয় হ্রাসসহ পূর্বের তুলনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, Need Based পদ্ধতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে হালকা/রানিং মেরামত খাতে বিগত ০৩ বছরে প্রায় ২৬.০০ (ছাব্বিশ) কোটি টাকা অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাজীপুরস্থ সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় টায়ার রিট্রেডিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় টায়ার রিট্রেড করা হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও তে উইন্ডশীল্ড গ্লাস মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। বিআরটিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় টায়ার রিট্রেড ও যানবাহনের জন্য প্রয়োজনীয় গ্লাস (উইন্ডশীল্ড গ্লাস ও সাইড গ্লাস) উৎপাদন করায় এ খাতে প্রায় ৫০% ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত টায়ার রিট্রেডিং প্ল্যান্ট ও উইন্ডশীল্ড গ্লাস মেশিন নিজস্ব দক্ষ জনবলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ না করেই কার্যসম্পাদন করা হচ্ছে।

ছবি: কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বাস মেরামতের কাজ করছেন কারিগররা।

বিআরটিসি'র বর্তমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভারী মেরামতাধীন যানবাহন মেরামত পূর্বক বহরে যোগ করা এবং সচল যানবাহন অফরোড না হওয়ার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন পূর্বক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারী মেরামতাধীন যানবাহনের মেরামত কাজ সম্পন্ন করে বহরে যোগ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য

সাল	বেসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা			SEIP সহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রকল্প সহ মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ যানবাহন সংখ্যা	প্রশিক্ষণ আয় (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	পুরুষ	মহিলা	মোট					
২০১৮	৪১০৫	৫০৬	৪৬১১	৯২৫০	১৩৮৬১	১৫২	৫২৯.০৯	৪৯২.১১
২০১৯	৪৬৮৬	৫৪৫	৫২৩১	১১৮০০	১৭০৩১	১৬৭	৬২৯.১৫	৫৬৮.৪৪
২০২০	৩১১৮	৩৩৭	৩৪৫৫	২৩৭৪	৫৮২৯	১৭৮	৩৮৩.৪১	৩৯৩.৩৬
২০২১	৩৭৭৬	৬৫৭	৪৪৩৩	১১৯০৮	১৬৩৪১	২০৯	৬৩০.৪৮	৫৯০.৯৯
২০২২	৪৫৩১	৭৬৩	৫২৯৪	১৯৮৪৮	২৫১৪২	২৪০	৯৭৭.২৬	৮৩৭.৩২
২০২৩	৫৩৩২	৭৪৫	৬০৭৭	১৮৯৪৯	২৫০২৬	২৫২	১৩৩৪.৫৬	৯১৬.০৪৪

বাংলাদেশের বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীর মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরে অনন্য ভূমিকা রাখছে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র। ২০২১ সালের পূর্বে ১৯টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র ছিলো, বর্তমানে ৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২২ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সর্বমোট ২৬ টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র রয়েছে। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র সমূহ পূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পের এর উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রশিক্ষণের মান ভালো না থাকায় প্রকল্প ছাড়া বেসিক প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যেত না। প্রশিক্ষণে নিয়োজিত চালক কারিগরদের বেতন ভাতা প্রকল্পের অর্থ থেকে পরিশোধ করা হতো। প্রকল্প-না-থাকলে- বেতন ভাতা, বকেয়া থাকতো। ২০২০ সালে SEIP প্রকল্পের কর্মচারীদের একনাগাড়ে ৬/৭ মাসের বেতন ভাতা- পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবার পরিজনসহ মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়।

বর্তমান চেয়ারম্যান ২০২১ সালে যোগদানের পর উক্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করেন। বর্তমানে প্রকল্প না থাকলেও বেতন-ভাতাদি প্রতি মাসের প্রথম কর্ম দিবসে নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে নিজস্ব অর্থায়নে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি ইয়ার্ড নির্মাণ, মাল্টিপারপাস হলরুম তৈরী, প্রশিক্ষণ গাড়ি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন, র‍্যাম্প নির্মাণ, স্মার্টবোর্ড সংযোজন করা হয়। ফলে বেসিক ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮ সালে যেখানে প্রকল্পসহ সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৩৮৬১ ছিলো সেখানে ২০২৩ সালে প্রকল্পসহ সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৫০২৬।

পূর্বে ডিপোর সাথে প্রশিক্ষণ সংযুক্ত ছিল। ট্রেনিং ইয়ার্ড ছিলো না। পুরাতন কিছু ট্রেনিং গাড়ি দিয়ে ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। পর্যাপ্ত ট্রেনিং গাড়ি ছিলো না। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ শাখা কে আলাদা করে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ বিভাগ গঠন করে স্বতন্ত্র জনবল ও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গাড়িগুলোকে অত্যাধুনিক করা হয়েছে। নতুন ট্রেনিং গাড়ি সংযোজন করা হয়েছে। নতুন করে ট্রেনিং ইয়ার্ড গঠন করা হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৮ সালে প্রশিক্ষণ যানবাহন সংখ্যা ১৫২ ছিলো, ২০২৩ সালে বেসিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৫২।

বর্তমানে বিআরটিএ কম্পিটেন্সি বোর্ড বিআরটিসিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বিআরটিএ কম্পিটেন্সি বোর্ড পরীক্ষায় বিআরটিসি প্রশিক্ষণ যানবাহন ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০২১ সালের পর প্রশিক্ষণে আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে প্রশিক্ষণে আয় ছিলো ৪৯২.১১ লক্ষ টাকা, ২০২৪ সালে প্রশিক্ষণে আয় ৯১৬.০৪৪ লক্ষ টাকা

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

ফুটবল ক্লাব পুনর্গঠনের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বিআরটিসির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার জনাব কায়সার হামিদ।

২৯৮তম পর্ষদ সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

ড্রাইভার্স টেকনিক্যাল কোং লিঃ এর ৩৬জন নারী প্রশিক্ষণার্থীদের বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর- এ মোটর ড্রাইভিং-এ ToT প্রশিক্ষণ প্রদান।

সদ্য যোগদানকৃত অপারেটর (চালক-সি) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

শুদ্ধাচার ও মতবিনিময় সভায় দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

সড়ক ও জনপথ-এর ৪১তম বিসিএস ক্যাডারদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার আওতায় ৪র্থ প্রান্তিকের 'নৈতিকতা কমিটির সভা' সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

জোয়ারসাহারা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি২০২৪-২৫ প্রনয়ণ সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বিআরটিসি।

বার্ষিক কার্যক্রম নিয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

বিআরটিসি কর্তৃক আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণকারী বিজয়ী দলের উল্লাস।

খুলনায় মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুলে বাস সার্ভিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিআরটিসি

ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি'তে সাক্ষাতকার দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

একুশে টিভি'তে সাক্ষাতকার দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

একাত্তর টিভি'তে সাক্ষাতকার দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

যমুনা টিভি'তে সাক্ষাতকার দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

এখন টিভি'তে সাক্ষাতকার দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

গণমুক্তি'তে সাক্ষাতকার দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

THE BUSINESS STANDARD

SUNDAY, AUGUST 11, 2024

বিআরটিসির কারিগরি দক্ষতায় তৈরি বিশেষ এই বাসটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। যাত্রীদের জন্য থাকছে পর্যাপ্ত লাগেজ পরিবহনের সুবিধা, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ওয়াইফাই। প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাসে ওঠা-নামার বিশেষ ব্যবস্থাও থাকছে।

টিবিএস রিপোর্ট
26 June, 2024, 12:50 pm
Last modified: 26 June, 2024, 12:51 pm

ছবি: টিবিএস/শাহরাজ হোসেন

দেশী ও বিদেশি পর্যটক এবং সাধারণ যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাতায়াত ও লাগেজ সামগ্রী পরিবহনের সুবিধার্থে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চালু হয়েছে শাটল বাস সেবা।

বুধবার (২৬ জুন) শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শাটল বাস সেবার উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান।

সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা যায়, শুরুতে দুটি শাটল বাস দেয়া হয়েছে। বিমানবন্দর শাটল বাস সার্ভিস বিমানবন্দর টার্মিনাল-২ থেকে বিমানবন্দর গোলচত্বর, উত্তরা জসীমউদ্দীন রোড, বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর টার্মিনাল-৩ হয়ে আবার বিমানবন্দর গোলচত্বর ও বিমানবন্দর টার্মিনাল-২ এ পৌঁছাবে।

প্রতিটি বাসে মোট ২৫ টি সিট রয়েছে। বাসের ভেতরে যাত্রীদের আলাদা লাগেজ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এই পরিষেবার মাধ্যমে বিমানবন্দরের যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবেন।

TNN | Today's Paper | Dhaka, Saturday, July 6, 2024

The New Nation
Independent Daily

First Page | End Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

City | The New Nation | Dhaka, Saturday, July 6, 2024 | 3

BRTC's strong stance on transparency, self-sufficiency

BRTC Chairman tells The New Nation

- BRTC aims to reduce transportation difficulties for passengers
- Under my leadership, BRTC has transformed from a loss-incurring entity to a profitable one
- BRTC has managed to pay 12 crore in salaries without seeking funds from the Finance Ministry
- We have recruited 1,400 staff in the last 3 years, funded entirely by its income
- BRTC promotes staff based on talent and skills
- I plan to hold a meet-up session with former players

Md Tajul Islam
BRTC Chairman

IGP Mamun's tenure extended by one year

বাংলা ট্রিবিউন

বাংলা ট্রিবিউনের ভিডিও পেতে
সাবস্ক্রাইব করুন

স্মার্ট স্কুল বাস সেবা চালু করলো ডিএনসিসি, থাকবে যেসব সুবিধা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
প্রকাশ : ০৩ জুলাই ২০২৪, ২০:৩৩

রাজধানীর বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ অভিজাত এলাকার স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ায় ব্যবহৃত ব্যক্তিগত গাড়ির কারণে রাস্তায় চাপ থাকে। যানজট লেগে চলাচলের ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ যান চালকদের। এই সমস্যা সমাধানে দীর্ঘদিন ধরে স্মার্ট স্কুল বাস সেবা চালুর পরিকল্পনা করছিলো ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

ডিএনসিসির আওতাধীন এলাকার স্কুলগুলোতে বাস চালুর বিষয়ে ২০২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকরা নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। প্রাথমিক কর্মকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত ওই সভার পর ডিএনসিসি জানায়, ঢাকা শহরে স্কুলবাস চালু হলে যানজট কমবে,

কালের কণ্ঠ

নিজস্ব কারখানায় বাস তৈরি করছে বিআরটিসি

বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রাংশের (চেসিস) ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব কারখানায় বাস তৈরি করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)। এরই মধ্যে দুটি বাস তৈরির কাজ শেষ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই পরিবহন সংস্থা। প্রথম ধাপে আরো কয়েকটি বাস তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

আজ শনিবার (১ জুন) রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত বাস ডিপোর নবনির্মিত ইয়ার্ড ও প্রধান ফটক উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম এসব তথ্য জানান।

তাজুল ইসলাম বলেন, "আমাদের নিজস্ব কারখানায় তৈরি করা দুটি বাস বিমানবন্দরের শাটল রুটে ব্যবহার করা হবে। বিদেশ থেকে আসা প্রবাসী ভাইদের জন্য তা বিশেষ সুবিধা হিসেবে থাকবে। ৩০-৪০ জন যাত্রী একটি বাসে ভ্রমণ করতে পারবেন। যাত্রীদের লাগেজ রাখার জন্য বাসে সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে।"

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এই বাস দুটি ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শাটলভাবে ঘুরতে থাকবে। বিমানবন্দর থেকে বিভিন্ন বাস টার্মিনাল ও রেলওয়ে স্টেশনে যাবে। শিগগির মন্ত্রণালয় থেকে উদ্বোধনের দিন নির্ধারণ করা হবে।

বর্তমানে বিআরটিসির বহরে যাত্রীবাহী বাস রয়েছে এক হাজার ৩৫০টি। তা সুইডেন, জাপান, চীন, কোরিয়া ও ভারতের মতো দেশ থেকে কেনা হয়েছে। এখন নতুন করে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাসে

প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

বিজনেস বাংলাদেশ

বিআরটিসি'র ২৯৮তম পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত

প্রকাশিত : ০৭:০১:০০ অপরাহ্ণ, সোমবার, ২০ মে ২০২৪

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র পরিচালনা পর্ষদের ২৯৮তম (পুনর্গঠিত পরিচালনা পর্ষদের প্রথম) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদ সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

সোমবার বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভার সভাপতির উপস্থিতিতে পুনর্গঠিত পর্ষদ সভার সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় তুলে ধরেন। সদস্য সচিব এস এম কামরুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন) বিগত পর্ষদ সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ যেমন- প্রশিক্ষণ বিভাগ শক্তিশালীকরণ, গাড়ি মেরামত ব্যয় কিলোমিটার প্রতি প্রাপ্যতার পরিবর্তে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান প্রথা চালুকরণ, আইসিডব্লিউএস এর টায়ার রিট্রেডিং প্লান্ট চালুকরণ, কক্সবাজার, কুয়াকাটা, ঢাকা (মোহাম্মদপুর/নারায়ণগঞ্জ), ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন পাবলিক স্কুল এর সংস্কার বাবদ অর্থ বরাদ্দ; ইত্যাদি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও সদস্য সচিব পুনর্গঠিত পর্ষদ সভার প্রথম সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যসূচি যেমন- প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বিআরটিসি'র প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট/কেন্দ্রের জন্য "স্কুটি/মোটর সাইকেল" ক্রয় ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত,

ঢাকা টাইমস

নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রকাশ | ১৬ মে ২০২৪, ২৩:১৮ | আপডেট: ১৬ মে ২০২৪, ২৩:২৭

ঢাকা টাইমস ডেস্ক

ড্রাইভার্স টেকনিক্যাল কোম্পানি লিমিটেডের ৩৬ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীর মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিআরটিসি চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম। এছাড়া বিআরটিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সদস্যগণ, ToT এর প্রশিক্ষণার্থীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বিআরটিসির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গাজীপুরের ইউনিট প্রধান মো. মশিউজ্জামান বলেন, চেয়ারম্যান মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দূরদর্শী চিন্তার ফসল আমাদের বর্তমান স্মার্ট বিআরটিসি। ToT প্রশিক্ষণার্থীদের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। প্রকৌশলী ফাতেমা বেগম (জিএম, আইসিডব্লিউএস ও প্রশিক্ষণ) বলেন, বিআরটিসি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ ToT প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়েছে।

কালবেলা

জাতীয়

কালবেলা প্রতিবেদক

প্রকাশ : ২১ মে ২০২৪, ০৭:১৩ পিএম

অনলাইন সংস্করণ

মেরামত শেষে চসিকের কাছে তিন ড্রাম্প ট্রাক হস্তান্তর করল বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) কারখানায় ৩টি ড্রাম্প ট্রাক মেরামত শেষে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এরমধ্য দিয়ে চসিকের ইতিহাসে প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান বিআরটিসির মাধ্যমে ড্রাম্প ট্রাক মেরামতের সূচনা হলো।

মঙ্গলবার (২১ মে) এক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এসব ট্রাক হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমী। বিআরটিসির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো ম্যানেজার (অপ.) মো. মফিজ উদ্দিন, ইউনিট প্রধান মো. জুলফিকার আলী। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র বিআরটিসির কাজের প্রশংসা করেন এবং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিআরটিসির কাজের পরিধি আরও বাড়াতে হবে। যাতে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আরও বেশি গাড়ি মেরামত করতে পারি।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বিআরটিসি ও চসিক এর মধ্যে বর্জ্যের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি মেরামতসংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সম্পাদক ও প্রকাশক : সন্তোষ শর্মা । বিভাগীয় প্রধান (অনলাইন): পলাশ মাহমুদ

কালবেলা মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, ৪৪/১, রহিম স্কয়ার, নিউমার্কেট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ২৮/বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা, শরীয়তপুর প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত।

ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫১৬১৬৬২, +৮৮ ০২ ৫৫১৬১৬৬৩ ।

ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৫৫১৬১৬৬৪ । ই-মেইল: news@kalbela.com.

বিজ্ঞাপন বিভাগ: ফোন: +৮৮০-২-৫৫১৬১৬৭৭, ০১৭৩০ ০৯৩৩২৮ । ই-মেইল: ads@kalbela.com.

সার্কুলেশন : ফোন: ০১৭৩০ ০৯৩৩৪৭ । বিশ্বাস বিল্ডার্স লিমিটেডের একটি প্রকাশনা।

স্বত্ব © কালবেলা মিডিয়া লিমিটেড ২০২৪ | ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

আমাদের বার্তা

২ এপ্রিল থেকে মিলবে বিআরটিসির টিকিট

The Daily Star বাংলা

বিআরটিসির 'ঈদ স্পেশাল সার্ভিস ১৩ জুন থেকে শুরু

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে এ বছরও যথাযোগ্য মানুষের সহজ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আগামী ১৩ জুন থেকে 'ঈদ স্পেশাল সার্ভিস' আয়োজন করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)।

সহযোদ্ধাদের অনুভূতি

তানিয়া সুলতানা
চালক-সি,
বিআরটিসি তেজগাঁও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিআরটিসি

শুরুতেই আমি ধন্যবাদ জানাই বিআরটিসির বর্তমান চেয়ারম্যান ও আধুনিক বিআরটিসি'র রূপকার, জনাব মো: তাজুল ইসলাম স্যারকে। তার বিচক্ষণতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে বিআরটিসি পূর্বের যেকোনো সময় থেকে অনেক সুসজ্জিত ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। সম্প্রতি স্যার গ্রেড১ পদে পদোন্নতি হওয়ায় স্যারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। স্যারের এই সফলতায় আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

চাকুরীতে যোগদান নিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। ২০১৮ সালে সেইপ প্রকল্পে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি আজকে এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। বিআরটিসি'তে চাকুরির আবেদন করার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তই ছিলো আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টায় মগ্ন থাকতাম। এভাবে যেতে যেতে পরীক্ষার সময় চলে আসলো এবং সকল পরীক্ষাও সম্পন্ন হলো। আলহামদুলিল্লাহ্ সবার সহযোগিতায় প্রতিটি পরিক্ষাই ভালোভাবে অংশগ্রহণ করি। মহান সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা ছিলো তিনি আমার সহায় হবেন এবং তাই হলো। যে মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম যে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত পদের জন্য নির্বাচিত, আমি উত্তেজনার একটি ঝড় অনুভব করলাম নিজের ভিতরে। এটা আসলে কোনও জাদু থেকে কম ছিল না। এটি আমার দক্ষতা, প্রচেষ্টা এবং এই সুযোগের জন্য আমি যে অগণিত ঘন্টা ব্যয় করেছি তার একটি বৈধতা ছিল।

২০২৪ সালের মে মাসের ২ তারিখে আমি সুপারিশপ্রাপ্ত হই। কিন্তু চারপাশ থেকে এক ধরনের গুজব শুনতে পাই যে, সামনে যেহেতু ঈদ তাই আমাদেরকে কর্মে প্রবেশে বিলম্ব করা হবে, যাতে ঈদ বোনাস প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদেরকে না দিতে হয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান স্যার সকল গুজব মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন। তিনি মে মাসেই আমাদের কর্মে প্রবেশের সুযোগ করে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন সময় মত বেতনের সাথে ঈদ বোনাসটাও দেয়া হবে। যা অনেকটা অকল্পনীয় ছিলো, এটাই আসলেই বদলে যাওয়া বিআরটিসি। যেখানে কর্মচারীদেরকে দেয়া হচ্ছে যোগ্য সম্মান। প্রাপ্যতার ঝুলিটাই যেখানে বেশি। স্যার বরাবর এভাবেই প্রমাণ করছেন বিআরটিসি আসলেই বদলে গেছে। যেখানে অর্থের নেই কোনো সংকট।

১৯৬১ সাল থেকে বিআরটিসি এই দেশে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সকল সেবা কার্যক্রমের ভিতরে সিংহভাগ উন্নয়নমুলক কার্যক্রমই হয়েছে বর্তমান চেয়ারম্যান স্যারের হাত ধরে। তার সম্প্রতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম হলো- মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে শাটল বাস সার্ভিস, সিতাকুন্ড ইপিজেড শাটল বাস সার্ভিস, পর্যটন বাস সার্ভিস ইত্যাদি। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিআরটিসি বর্তমানে ৫ টি আন্তজার্তিক রুটে পরিবহন সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের চেয়ারম্যান স্যার নতুন করে আরো তিনটি আন্তর্জাতিক রুটে বাস চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা এই দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সম্প্রতি গত ২৬শে জুন চালু করেছেন বিমানবন্দর শাটল বাস সার্ভিস। আমরা দেখেছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এক মিনিট বাইশ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বার্তা দেশের গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। যেখানে চেয়ারম্যান স্যার সাবলীল ও সুস্পষ্ঠভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। এত স্বল্প সময়ের ভিতরে স্যার যে এতগুলো তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা আসলেই প্রশংসার দাবিদার।

স্যার বিআরটিসির জন্য তথা দেশের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে এতকিছু করছেন আমি মনে করি এই অবদানের স্বীকৃত স্বরূপ স্যারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত করা উচিৎ। স্যারের হাত ধরে এভাবেই বিআরটিসি আরো সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক। স্যারের জন্য শুভ কামনা রইলো।

মোঃ জাহিদ হাসান
কন্ডাক্টর-সি কাউন্টারম্যান,
বিআরটিসি মতিঝিল আন্তর্জাতিক বাস ডিপো।

ডুবন্ত তরী উন্নয়নের জোয়ারে

আমি মোঃ জাহিদ হাসান কন্ডাক্টর-সি, বিআরটিসি মতিঝিল বাস ডিপোতে কর্মরত আছি। আমি গত ০৯/০৮/২০০৬ ইং সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। কর্মজীবনে বিগত দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার মাঝে বেশ কয়েকজন চেয়ারম্যান বিআরটিসি'র হাল ধরেছেন এবং মেয়াদ ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার কর্তব্য শেষে চলে গিয়েছেন। কিন্তু এই আসা- যাওয়ার মাঝে বিআরটিসি'তে কঠিনতর দুর্দিন অতিবাহিত করেছি বেশি এবং সুদিন ছিল কম। দেখেছি বেতন ভাতা না পেয়ে অনেকেই চাকুরী ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সমস্ত জল্পনা-কল্পনা শেষে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে গত ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ সালে জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার এর মত একজন সুদক্ষ কারিগর আমাদের মাঝে এসে অতীতের সমস্ত কষ্ট, দূর্ভোগ মুছে দিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুড়িয়ে দিলেন। তার সুদক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে বিআরটিসি'র ডুবন্ত তরী এখন উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। তিনি যোগদানের পর থেকে নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

বর্তমানে চেয়ারম্যান মহোদয় নির্দেশনায় প্রায় ৪০০টি অচল বাস ভারী মেরামত কাজ সম্পন্ন পূর্বক অনরুট করায় কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া, বিভিন্ন পদে পদোন্নতি এবং চাকুরী স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল থেকে নিয়মিত অনুদান প্রদান, শিক্ষা বৃত্তি চালুর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সকল ডিপোর মাসের প্রথম কার্যদিবসে বেতন প্রদান করা হচ্ছে। বকেয়া বেতন, সিপিএফ, গ্রাচুইটি প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে বহরে থাকা গাড়িতে VTS সিস্টেম করা হয়েছে। গাড়িতে ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার পাশাপাশি পর্যটন বাস সার্ভিস, নারী বাস সার্ভিস, স্কুল বাস সার্ভিস, মেট্রোরেল শার্টল সার্ভিস, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শাটল সার্ভিসসহ নানামুখী সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিআরটিসি এখন নতুন রূপে সুসজ্জিত করা হয়েছে। বিআরটিসি'তে কর্মরত চালক ও কারিগরদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে' তুলেছেন। সকল ডিপোর মেইন গেইট দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। নতুন রূপে প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সকল ডিপোর অনলাইন সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে সকল মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে।

বিআরটিসি'র অধিকাংশ কর্মচারী শ্রান্তি বিনোদন ভাতা কি তা জানতেন না। কিন্ত বিআরটিসি'র অগ্রদূত মাননীয় চেয়ারম্যান এর একক প্রচেষ্টায় আমরা শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেয়েছি। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গাড়িতে ওয়াইফাই সংযোগ, ই-টিকেটিং, ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মধ্য দিয়ে উন্নত পরিবহন সেবা দেয়া হচ্ছে।

চেয়ারম্যান স্যারের দিক-নির্দেশনায় সকল ডিপোর অবকাঠামো উন্নয়নে নিরাপত্তা প্রাচীর মেরামত, শেড মেরামত ও উচুঁকরণ, মসজিদ নির্মাণ, ইয়ার্ড নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন, আন্তঃজেলা কাউন্টার এর নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর ২১ দফা নির্দেশনার মাধ্যমে "আয় বৃদ্ধি ব্যয় সংকোচন ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন" এর সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সাহসী ভূমিকায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিআরটিসি এবং অত্র প্রতিষ্ঠান স্বর্ণযুগের দিকে উত্তরণ করেছেন। এই বদলে যাওয়া বিআরটিসি'র রূপকার জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম স্যার।

সুপ্রভাত কবিরাজ
কন্ডাক্টর-ডি
বিআরটিসি বরিশাল বাস ডিপো।

" নব বসন্ত ভাবনা আজি শুদ্ধ মুক্ত প্রাণ
দৃঢ় চিত্তে সমস্বরে নব সৃষ্টির জয়গান"

নব নব সৃষ্টি যেন নব নব জয়গান। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও বিভিন্ন সময়ে যেমন চড়াই উতরাই পেরিয়েছে, তেমনি যেন পেয়েছে নব নব যৌবন। আমি ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর যোগদান করি। একটি স্বচ্ছ নিয়োগের মাধ্যমে কর্পোরেশনে যোগদান করি, যা আমার বেকার জীবন থেকে চাকুরী জীবনে প্রবেশ।

বিআরটিসি সম্পর্কে পূর্বে অনেক ভালো- খারাপ সময়ের কথা শুনলেও এই ০১ বছরে যা দেখেছি, সত্যি আমার জীবনে তা একটি মাইলফলক। চেয়ারম্যানে স্যারের দক্ষ নেতৃত্ব ও লড়াকু পদক্ষেপের কারণে প্রত্যেক ডিপোর উন্নয়ন ও বিআরটিসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একটি বিষয়ে সত্যি অবাক হয়েছি, চেয়ারম্যান স্যার এত ব্যস্ততার মাঝেও একজন সামান্য কর্মচারীর পরিবারে খবরও নেন। তিনি যেভাবে কর্পোরেশন ধারণ করেন সেটা আমাদের কাছে অনুকরণীয়। কতটুকু দেশ প্রেম, দায়িত্ববান এবং নিষ্ঠাবান হলে এমনভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য চিন্তা করতে পারেন, যা আমাদের জন্য গর্ব।

যে মানুষটির জন্য স্বচ্ছ নিয়োগের মাধ্যমে আমাদের পরিবারের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিলো, যে মহামানবের পরশ পাথরের স্পর্শে একটি রুগ্ন প্রতিষ্ঠান ফিরে পেয়েছে তার ভরা যৌবন, তিনিই উন্নত বিআরটিসির রূপকার জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম। স্যারের নির্দেশনায় বিআরটিসিকে আধুনিকায়নের যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে সত্যিই প্রশংসনীয়। স্যারের দিকনির্দেশনায় ও দক্ষ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রতি মাসের ০১ তারিখে বেতন-ভাতাদি সহ অন্যান্য বোনাস নিয়মিত ভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। শ্রান্তি বিনোদন ভাতার পাশাপাশি চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষাভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

আজ বিআরটিসি পরিবহন ব্যবস্থার আইকন সহ, স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছে। দেশের সর্বস্তরে প্রশংসা লাভ করছে। যাত্রীসেবা দানে প্রতিটি ডিপো ডিজিটালাইজেশন ও আইসিটি সেক্টরকে পূর্ব থেকে অনেক শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি ডিপো অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্য জরুরি সভা/মিটিং পরিচালনা করা হয়। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে ডিপোর নিরাপত্তা বলয় অনেক শক্তিশালী করণ করা হয়েছে। প্রতিটি গাড়িতে ওয়াফাই, ভিটিএস সংযোজনের মাধ্যমে যাত্রীদের স্মার্ট সেবা দেওয়ার পাশাপাশি শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চেয়ারম্যান স্যারের কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কারণে আজ বিআরটিসি স্বর্ণযুগ পার করছে। আজ আমরা ০১ তারিখে বেতন পাই, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পাই, নিয়মিত বোনাস পাই। চেয়ারম্যান যোগ্য নেতৃত্বে ও বলিষ্ঠ ভূমিকায় বিআরটিসি আজ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমি মনে করি তার ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রশাসনের হাত ধরেই আধুনিক বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য কর্পোরেশন বিআরটিসিকে অনুকরণ করবে, সেই দিন আর খুব বেশি দুরে নয়।

সবশেষে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

খন্দকার নাজমুল হুদা।
প্রশাসন ইনচার্জ
বিআরটিসি কুমিল্লা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

লাল সবুজের অভ্যুত্থান

"হে নান্দনিক সভ্যতার কারিগর"
তোমার শ্রম আর ঘামের পরশে
বিআরটিসি থেকে মুছে গেছে গ্লানি,
হাসি ফুটেছে দুর্বিষহ যন্ত্রণা নিয়ে
বেঁচে থাকা হাজারো মজলুমের সংসারে।

হয়তো বাবুইয়ের মত কারুকাজ করা সাম্রাজ্যে
তোমার ছবি কখনোই ভাসবে না!
কোকিলের মতো শুধু বসন্তেই শোনা যাবে না তোমার সুর!
তবে তোমার ত্যাগী রক্তের ঘামে ২০২১ সাল হতে
এ জনপথে যে রক্তিম সূর্য উদিত হয়েছে,
তা, বিআরটিসি পরিবারের প্রতিটি যোদ্ধার হৃদয়ে ঝিলমিল করে
রংধনু ছড়াবেই বহুকাল!

তোমার গড়া ইতিহাসগুলো কীরণ দিবে সূর্য্যের অবয়বে!
তোমার সাহসী অবদান অভ্যুত্থানের মত বিদ্রোহী আবেশে
চিরকাল সৌরভ ছড়াবে এ লাল সবুজের শহরে।

এ অনুভূতি জীবন বাগানের একমাত্র ফোটা এক দিগন্ত সুগন্ধি ফুল!
হাজারো সংগ্রামী নামে যায় তারে ডাকা
নাম তার শ্রদ্ধেয় তাজুল।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন